দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-৩

খন্দকার জাহিদ হাসান

(ঙ) 'বাংলা হয় প্রচূর কঠিন'

স্থানঃ নিউজিল্যান্ডের অক্ল্যান্ডস্থ জাহিদদের বাসা
সময়ঃ ১৯৯৭ সালের জানুয়ারী মাসের কোনো এক শনিবারের বেলা একটা
কিউই পাত্রঃ নিউজিল্যান্ডের অধিবাসী শ্বেতাংগ পল ডানকান
বাংগালী পাত্র-পাত্রীঃ নিউজিল্যান্ডে বসবাসকারী বাংলাদেশী অভিবাসী জাহিদ ও তাঁর স্ত্রী নাসিমা।

[প্রেক্ষাপটঃ পল ডানকান ও তাঁর স্ত্রী ওয়েন্ডি ডানকান ইতিপূর্বে কোলকাতাতে প্রায় বছর চারেক থাকার সুবাদে এবং নিজেদের চেষ্টায় কিছু বাংলা শেখেন ও ভাংগা ভাংগা বাংলায় কথা-বার্তাও চালাতে পারেন। অল্পদিন আগে নিউজিল্যান্ডে জাহিদ-দম্পতির সাথে তাঁদের পরিচয় হোয়েছে।

ঘটনার দিন দুপুরে পল জাহিদদের বাসাতে এমনি একটু ঢুঁ মারতে গিয়ে ধরা খেলেন। কারণ জাহিদ ও নাসিমা সেই মুহূর্তে খেতে বসেছিলেন। উভয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে পল ডানকানকেও খাওয়ার টেবিলে বসে পড়তে হলো। তারপর ভোজনকালে বাংলাতে তাঁদের মধ্যে কথোপকথন শুরু হলো।]

পলঃ জাহিদ, গতকাল রাতে তোমাদেরকে ফোন করেছিলাম, কিন্তু কেউ ফোন ধরেছিলো না। মনে হয়, বাসায় কেউ নেই ছিলো।

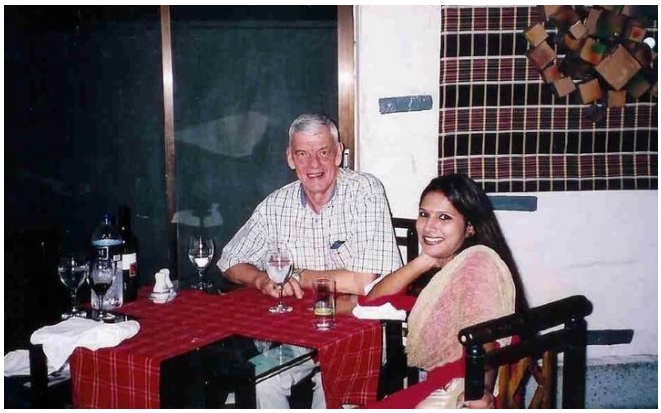

জাহিদঃ পল, কিছু মনে কোরো না, একটু ভুল হলো তোমার। কথাটা হবে 'বাসায় কেউ ছিলো না'।

পলঃ তাই নাকি? তোমাকে ধন্যবাদ। (তারপর হতাশার সুরে) নাহ্, আমার আর বাংলা শেখা হবে না!

জাহিদঃ আরে, এত হতাশ হচ্ছো কেন? তুমি আর ওয়েন্ডি- দু'জনেই খুব ভালো বাংলা বলো।

পলঃ না, আমি না। তবে ওয়েন্ডি বোধ হয় আমার চেয়ে কিছুটা ভালো বলে।....(একটু ভেবে নিয়ে) আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করবো তোমাদেরকে?

জাহিদঃ করো।

পলঃ সেদিন তোমরা বলছিলে, হিন্দী ভাষার সাথে নাকি বাংলা ভাষার যথেষ্ট মিল রয়েছে। এটা কি আসলেই সত্যি?
নাসিমাঃ হ্যাঁ, সত্যি। আর সেইজন্যই তো আমরা হিন্দী ছবি দেখে থাকি। কারণ হিন্দী কথা আমরা সহজেই বুঝতে পারি।
পলঃ গতকাল আমরাও একটা হিন্দী ছবি বাসায় এনেছিলাম ও সেটাকে দেখেছিলাম । আমাদের ধারণা ছিলো যে, ছবিটা হয়তো আমরা কিছুটা বুঝবো। কারণ অল্প হলেও আমরা বাংলা জানি। (একটা দীর্ঘঃশ্বাস ফেলে) কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি বা ওয়েন্ডি কেউই ছবিটার একটা কথাও বুঝতে পেরেছিলাম না!
জাহিদঃ হিন্দী বুঝতে হলে তোমাদেরকে বাংলাতে আরেকটু পাকা হতে হবে।
পলঃ কিন্তু তাই বলে ছবিটার একটা বাক্যও বুঝতে পারবো না? (সামান্য ভেবে নিয়ে) আমার মনে হয়, ঐ কথাটা সত্যি নয়।
জাহিদঃ কোন্ কথাটা সত্যি না?
পলঃ বাংলার সাথে হিন্দীর যে মিল রয়েছে— সেই কথাটা।

[ঠিক এই সময় নাসিমা পলের প্লেটে আরেকটু ভাত দেওয়ার জন্য সাধাসাধি করলো।]

নাসিমাঃ পল, তোমাকে একটু ভাত দিই?
পলঃ না, না, দিতে হবে না। ধন্যবাদ।
নাসিমাঃ এ-ক-টু দিই?
পলঃ আচ্ছা, দাও— খুব একটু।
জাহিদঃ আবার তোমার ভুল হলো পল। কথাটা 'খুব একটু' হবে না। কথাটা হবে 'অল্প একটু' অথবা 'খুব অল্প'।
পলঃ আবারও ভুল হলো? নাহ্, আমাকে দিয়ে হবে না! আসলে বাংলা হয় প্রচূর কঠিন!!!

(চ) 'এখনো তার সাথেই আছেন?'

স্থানঃ সিড্নীর উপকণ্ঠে অবস্থিত একটা গাড়ী মেরামতের দোকান
দিনঃ বুধবার
সময়ঃ সকাল পৌণে দশটা
বাংলাদেশী পাত্রঃ দোকানের সামনে অপেক্ষমান খদ্দের সেলিম রেজা ওরফে সলিমুদ্দি
অস্ট্রেলীয় পাত্রীঃ আরেক অপেক্ষমান খদ্দের মালুনু কাউয়ান (সামোয়ান বংশোদ্ভূত ও অস্ট্রেলিয়ায় জন্মগ্রহণকারী জনৈকা ভদ্রমহিলা)।

সলিমুদ্দিঃ সুপ্রভাত ম্যাডাম, কেমন আছেন?
মালুনুঃ সুপ্রভাত, ভালো আছি।....কি হোয়েছে আপনার গাড়ীর?
সলিমুদ্দিঃ কার্বুরেটারের গন্ডগোল। আপনার গাড়ীর?

মালুনুঃ এই রুটিন চেক্-আপ আর কি!..... কিছু মনে করবেন না। আপনি কি কেনীয়?

সলিমুদ্দিঃ না তো! আমি কি কেনীয়দের মতো অতোটা কালো?

মালুনুঃ না, ঠিক তা নয়। তবে আপনার চুল কেনীয়দের মতোই বেশ কোঁকড়া।

সলিমুদ্দিঃ আসলে আমার জন্মভূমি বাংলাদেশ।

মালুনুঃ সেটি আবার কোথায়?

সলিমুদ্দিঃ ইন্ডিয়ার কাছে– বাংলাদেশ।

মালুনুঃ ও ব্যাংল্যাডেশ? এতক্ষণে মনে পড়েছে। আমার সাথে যারা কাজ করে, তাদের মধ্যে দু'জন ব্যাংল্যাডেশী মেয়ে রয়েছে। আচ্ছা, আপনারা ব্যাংল্যাডেশীরা তো বেশ ধনী, তাই না?

সলিমুদ্দিঃ কেন আপনার মনে হলো যে, বাংলাদেশীরা খুব ধনী?

মালুনুঃ আমি লক্ষ্য করেছি যে, বেশীর ভাগ ব্যাংল্যাডেশীই অস্ট্রেলিয়াতে বিরাট বিরাট বাসার মালিক।

সলিমুদ্দিঃ আমার কিন্তু নিজের কোনো বাসাই নেই। ভাড়া-করা বাসাতে থাকি। আর আমি ধনীও নই।

মালুনুঃ তাই নাকি? দূঃখিত!..... সে যাই হোক, এখন আমি আপনাকে একটা কথা বলি। আমি কিন্তু মানুষজনের সাথে কথা বলতে তেমন একটা পছন্দ করি না। তবে একটা বিশেষ কারণে আজ আমার মনটা খুব-ই ভালো আছে! তাই কথা বলতে বেশ ভালো লাগছে। মনটা ফুরফুর করছে!

সলিমুদ্দিঃ বিশেষ কারণটা কি, তা কি জানতে পারি?

মালুনুঃ আজ আমার জন্মদিন।

[সলিমুদ্দি একটু অবাক হলেন একটা কাকতালীয় ব্যাপারে। আজ তাঁর ও তাঁর স্ত্রী রোজীর বিবাহ-বার্ষিকী।]

সলিমুদ্দিঃ আপনাকে শুভ জন্মদিন!

মালুনুঃ ধন্যবাদ।.... আন্দাজ করুন তো আজ আমার বয়স কতো হলো!?

[সলিমুদ্দি অনুমান করলেন ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশের মতো হবে। তবু তিনি কোনো ঝুঁকি নিলেন না। তিনি ভালো করেই জানেন যে, এই ধরণের মহিলারা দারুণ মুডি হোয়ে থাকে।]

সলিমুদ্দিঃ তা..... ধারণা করছি, বিশ থেকে বাইশের মধ্যে হবে!?

মালুনুঃ (উচ্ছ্বসিত ভংগীতে হাসতে হাসতে) সবাই তা-ই মনে করে। আসলে কিন্তু আজ আমার বয়স হতে যাচ্ছে এ-ক-ত্রি-শ!! কৃতিত্বটা পুরোপুরি আমার। আমি খুব-ই ফিগার-সচেতন। নিয়মিত.....

[দ্বীপবাসী বংশোদ্ভূত স্থূলকায়া মহিলা মালুনু বক্‌বক্ করে চললেন। আর ওদিকে সলিমুদ্দি মনে মনে ভাবতে থাকলেন, ''একেবারে মূর্খের স্বর্গে বসবাস করছে এই মহিলা! কে কবে কোন্ উদ্দেশ্যে তোষামোদ করে তাকে

কিছু বলেছিলো, আর তা-ই নিয়েই সে আজো মহাসুখে রয়েছে। যাক, সে ভালোই.... ক্ষতি তো নেই কারো!''
ভদ্রমহিলা এক সময় তাঁর বক্‌বকানি থামালে এবার সলিমুদ্দি মুখ খুললেন।]

সলিমুদ্দিঃ শুনে খুশী হবেন, আজ আমার ও আমার স্ত্রীর বিবাহ-বার্ষিকী।
মালুনুঃ ওয়াও! তাই নাকি? শুভ বিবাহ-বার্ষিকী! কতোতম যেন?
সলিমুদ্দিঃ সতেরতম।
মালুনুঃ (বিস্মিতকণ্ঠে) আপনি এখনো তার সাথেই আছেন?
সলিমুদ্দিঃ তার মানে?
মালুনুঃ তার মানে আপনারা দু'জন একটানা স-তে-র বছর ধরে ঘর করছেন? এও কি সম্ভব? আমি তো কল্পনাই করতে পারি না! আমার বর্তমান পার্টনার তো.....

[মালুনু ফিরিস্তি দিয়ে চললেন, আর সলিমুদ্দি শুনতে থাকলেন।]

(বিঃদ্রঃ 'দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-১,২ ও ৩' জীবন থেকে নেয়া বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করে রচিত। তবে আগামীতে বাস্তব ঘটনার সাথে কিছু কল্পনাশ্রয়ী আলাপনেরও আবির্ভাব ঘটতে পারে। –লেখক।)

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ১২/০৭/২০০৬